মঙ্গলবার, ১৭ বৈশাখ, ১৪২৫
বর্ষ : ১৩, সংখ্যা : ১২৬

স্বাগত জানাই মোদী, জিনপিংয়ের শান্তির বার্তাকে

ইস্ট লেককে সাক্ষী রেখে চিনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং চিনের প্রেসিডেন্ট জিনপিং নৌকা বিহারে দু'দেশের মধ্যে শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের যে বার্তা দিয়েছেন তা এই ভূখণ্ডে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে সীমান্তে ডোকলাম পরিস্থিতি কীভাবে এড়ান যায়, তা নিয়ে কথা বলেছেন দুই শীর্ষ নেতা। এছাড়া জোর দেওয়া হয়েছে আরও একটি বিষয়ের ওপর, বিশেষ করে সীমান্ত সমস্যা মেটানোর কার্যকরী ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর প্রয়োজন ছিল। কেননা সীমান্তে উত্তেজনা থাকলে সেনা মোতায়েন করতেই হবে। অশান্তি থাকবেই এর ওপর এটা চলতে থাকলে প্রতিরক্ষা বাজেটের বহর যে কী আকার নেবে তা সহজেই বোঝা যায়। আর এসব করতে বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয় হলে উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হবে। সেটা কখনই কাম্যিত নয়, অবশ্য চিনের মতিগতি নিয়ে ভারতের মানুষের মনে এখনও যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। তবে মোদীর এই সফরে চিনা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাতে অনুষ্ঠানিকতার কোন মোড়ক ছিল না। সব চাপানউতোর মুছে ফেলাই ছিল লক্ষ্য। এটাই এবার সবচেয়ে বড় কথা। তবে দেখতে হবে কী হয়।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

তখন গাছতলায় একটি লোক বসেছিল তার কাছে সকলে গেল। সে বললে আমি এই গাছতলায় রাতদিন থাকি, আমি জানি এইটি বহুরূপী। ক্ষণে ক্ষণে রং বদলায়। আবার কখন কখন কোন রং থাকে না।"

শ্রীরামকৃষ্ণ কি বলিতেছেন যে, ঈশ্বর সগুণ, নানারূপ ধরেন? আবার নির্গুন কোন রং নাই, বাক্য মনের অতীত? আর তিনি ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগ সব পথ দিয়াই ঈশ্বরের মাধুর্য রস পান করেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (বলরামের পিতার প্রতি)—**বই আর প'ড়ো না**, তবে ভক্তিশাস্ত্র পড়ো যেমন শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।

[রাধাকৃষ্ণ-লীলার অর্থ—রস ও রসিক—The one thing needful]

"কথাটা এই, তাঁকে ভালবাসা, তাঁর মাধুর্য আস্বাদন করা। তিনি রস, ভক্ত রসিক, সেই রস পান করে। তিনি পদ্ম, ভক্ত অলি। ভক্ত পদ্মের মধু পান করে।"

"ভক্ত যেমন ভগবান না হ'লে থাকতে পারে না, ভগবানও ভক্ত না হলে থাকতে পারেন না। তখন ভক্ত হন রস, ভগবান হন রসিক, ভক্ত হন পদ্ম, ভগবান হন অলি। তিনি নিজের মাধুর্য আস্বাদন করবার জন্য দুটি হয়েছেন, তাই রাধাকৃষ্ণ লীলা।"

[বলরামের পিতাকে শিক্ষা—তীর্থাদি কর্ম, গলায় মালা, ভেক আচার কতদিন?]

"তীর্থ, গলায় মালা, আচার এ সব প্রথম প্রথম করতে হয়। বস্তু লাভ হলে ভগবান দর্শন হলে, বাহিরের আড়ম্বর ক্রমে ক্রমে কমে যায়। তখন তাঁর নামটি নিয়ে থাকা আর স্মরণ মনন।"

"ষোলো টাকার পয়সা এক কাঁড়ি, কিন্তু ষোলটি টাকা যখন একত্র করলে তখন অত কাঁড়ি দেখায় না। তাদের বদলে যখন একটি মোহর করলে তখন কত কম হয়ে গেল। আবার সেটি বদলে যদি একটু হীরা কর তা'হলে লোকে টেরই পায় না।"

গলায় মালা আচার প্রভৃতি না থাকলে বৈষ্ণবেরা নিন্দা করেন। তাই কি ঠাকুর বলিতেছেন সে ঈশ্বর দর্শনের পর মালা ভেক এ সবের আঁট তত থাকে না? বস্তুলাভ হলে বাহিরের কর্ম কমে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বলরামের প্রতি)—কর্তাভজারা বলে প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ, সিদ্ধের সিদ্ধ। প্রবর্তক ফোঁটা কাটে, গলায় মালা রাখে; আর আচরী। সাধক—তাদের অত বাহিরের আড়ম্বর থাকে না, যেমন বাউল। সিদ্ধ—যার ঠিক বিশ্বাস যে ঈশ্বর আছেন। সিদ্ধের সিদ্ধ যেমন চৈতন্যদেব। ঈশ্বরকে দর্শন করেছেন আর সর্বদা কথাবার্তা আলাপ। সিদ্ধের সিদ্ধকেই ওরা সাঁই বলে। **সাঁয়ের পর আর নাই।**

দিনপঞ্জিকা

১৭ বৈশাখ, ভাঃ ১১ বৈশাখ, **১ মে**, ১৭ বহাগ, সংবৎ ১ জ্যৈষ্ঠ বদি, ১৪ শাবান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।০৯, সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।০। **মঙ্গলবার**, প্রতিপদ দিবা ঘ ৬।০৬ মিঃ। বিশাখানক্ষত্র দিবা ঘ ৩।৩১ মিঃ। ব্যতীপাদযোগ দিবা ঘ ৯।৩২ মিঃ। কৌলবকরণ, দিবা ঘ ৬।০৬ গতে তৈতিলকরণ, সন্ধ্যা ঘ ৬।৩০ গতে গড়করণ। **জন্মে**—তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ঘ ৯।১৪ গতে বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ, দিবা ঘ ৩।৩১ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা। **মৃতে**—ত্রিপাদ দোষ, দিবা ঘ ৬।৩০ গতে চুতষ্পাদদোষ, দিবা ঘ ৩।৩১ গতে দ্বিপাদ দোষ। **যোগিনী— পূর্বে**, দিবা ঘ ৬।০৬ গতে উত্তরে। **বারবেলাদি** ঘ ৬।৪৬ গতে ৮।২২ মধ্যে ও ১।১১ গতে ২।৪৭ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ৭।২৪ গতে ৮।৪৭ মধ্যে। **যাত্রা**—নাই, দিবা ঘ ৩।৩১ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে নিষেধ, রাত্রি ঘ ৩।৮ গতে পশ্চিমেও নিষেধ। **শুভকর্ম্ম— নাই। বিবিধ**—দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। **মে দিবস। আন্তর্জাতিক শ্রম দিবস। শ্রমিক দিবস। বিপ্লবী শহীদ প্রফুল্ল চাকির আত্মবলিদান দিবস।** (১লা মে, ১৯০৮ খ্রীঃ)। **অমৃতযোগ**— দিবা ঘ ৭।৪০ গতে ১০।১৬ মধ্যে ও ১২।৫০ গতে ২।৩৬ মধ্যে ও ৩।২৭ গতে ৫।১২ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৬।৪৭ মধ্যে ও ৯।০ গতে ১১।১২ মধ্যে ও ১।২৩ গতে ২।৫০ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

১৭ বৈশাখ, ভাঃ ১১ বৈশাখ, **১ মে**, ১৪ শাবান, ১৭ বহাগ উঃ ৫।০৮, অঃ ৫।৫৯, **মঙ্গলবার**, প্রতিপদ দি ঘ ৬।০৫ মিঃ, সেহরী শেষ ৩।৫৮, ইফতার ৬।০৮।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

যোজনা ডায়েরি

(২১ নভেম্বর—২০ ডিসেম্বর, ২০১৭)

পর্ব ২

আন্তর্জাতিক

আদালতেও মুখথুবড়ে পড়েছিল ওই নির্দেশ। ঘরে-বাইরে চাপের মুখে পড়ে ট্রাম্প পরে বাধ্য হন ইরাককে ওই তালিকা থেকে বাদ দিতে। দ্বিতীয় দফার এই নিষেধাজ্ঞাও বানচাল হয়ে গেলে, গত সেপ্টেম্বরে 'আইন মেনে' নতুন তালিকা ঘোষণা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। একাধিক নিম্ন আদালতে সেটিও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। বলা হয়, ওই ছ'টি দেশের যেসব নাগরিকের আত্মীয়স্বজন আমেরিকায় আছেন, তাদের ঢুকতে দিতেই হবে।

আমেরিকায় 'ঢোকা নিষেধ'-এর তালিকায় সম্প্রতি ট্রাম্প উত্তর কোরিয়া এবং ভেনেজুয়েলার কিছু সরকারি কর্মকর্তার নাম জোড়েন। তা নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও নিম্ন আদালত স্থগিতাদেশ দেয়নি। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরে ট্রাম্প প্রশাসন জানিয়েছে, উত্তর কোরিয়ার কাউকেই আর মার্কিন ভিসা দেওয়া হবে না। বাকিদের ক্ষেত্রেও তাই। তবে সোমালিয়া আর ইরানের ক্ষেত্রে এখনও কিছুটা ছাড় রাখতে চাইছে হোয়াইট হাউস। যেমন, ইরানি ছাত্ররা চাইলে আমেরিকায় আসতে পারেন। আসতে পারেন ভিসাধারী সোমালীরাও। সেক্ষেত্রে আরও অটিসটি যাচাইয়ের বন্দোবস্ত করছে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি।

● **জেরুসালেম প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপুঞ্জে কোণঠাসা ট্রাম্প :**

গত ৭ ডিসেম্বর জেরুসালেমকে ইজরায়েলের রাজধানীর স্বীকৃতি দেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। বছরখানেক আগে তার নির্বাচনী প্রচারে ট্রাম্প জানিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট হলে জেরুসালেমকেই ইজরায়েলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দেবেন। তেল আভিভ থেকে সরিয়ে নেবেন মার্কিন দূতাবাসও। দূতাবাস স্থানান্তরের আগেই সেই ঘোষণা করে বসেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তবে রাষ্ট্রপুঞ্জে এ নিয়ে জোর ধাক্কা খেলেন ট্রাম্প। এই ঘোষণার জেরেই রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে একঘরে হয়ে পড়ল আমেরিকা। নিরাপত্তা পরিষদের ১৫ সদস্যের মধ্যে ১৪-টি সদস্য রাষ্ট্রই ট্রাম্পের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মত দেন। নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকের শেষে এক বিবৃতিতে বলা হয়, ইজরায়েলি ও প্যালেস্তিনীয়দের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমেই জেরুসালেমের অবস্থান ঠিক করতে হবে। নিরাপত্তা পরিষদে দাবি উঠেছিল, খারিজ করা হোক আমেরিকার এই অন্যায় স্বীকৃতি। গত ১৯ ডিসেম্বর মিশরের তৈরি সেই খসড়া প্রস্তাবে ভোট দিতে গিয়ে পরিষদের সদস্য ১৫-টি দেশের মধ্যে ১৪-টিই তাতে সায় দেয়। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ওয়াশিংটন ভেটো দেওয়ায় প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে যায়। উল্লেখ্য, নিয়ম অনুসারে পরিষদের স্থায়ী ৫ সদস্য হিসেবে আমেরিকা, চিন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও ব্রিটেনের মধ্যে যে কোনও একটি দেশ বেঁকে বসলেই প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। জেরুসালেমকে ইজরায়েলের রাজধানী হিসেবে মার্কিন ঘোষণার পর ক্ষোভ উগড়ে দেয় প্যালেস্তাইনসহ গোটা আরব দুনিয়া। ইতোমধ্যেই ইউরোপীয় ইউনিয়ন তাদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে। এক বিবৃতিতে ই.ইউ. জানিয়েছে, জেরুসালেম সমস্যা প্যালেস্তাইন ও ইজরায়েল, এই দুই দেশের। জেরুসালেমকে দুদেশের রাজধানী হিসেবেই ব্যবহার করা যেতে পারে। যতক্ষণ তা না হচ্ছে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন জেরুসালেমের উপর নির্দিষ্ট কোনও দেশের দখলদারি বরদাস্ত করবে না। তার পরই জরুরি ভিত্তিতে বৈঠক ডাকে প্রসঙ্গত রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের ১৫ সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে চিন, ফ্রান্স, রাশিয়া, ব্রিটেন, বলিভিয়া, মিশর, ইথিওপিয়া, ইতালি, জাপান, কাজাখাস্তান, সেনেগল, সুইডেন, ইউক্রেন এবং উরুগুয়ে সবাই ট্রাম্পের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখে।

● **ছাবাহারে ভারতের তৈরি শাহিদ বেহেস্তি বন্দর উদ্বোধন :**

ভারতের আর্থিক সহায়তায় নির্মীয়মান ইরানের ছাবাহারে সমুদ্রবন্দরের একটি অংশের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়ে গেল গত ৩ ডিসেম্বর। দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে আর পাকিস্তানের ভূখণ্ড ব্যবহার না করে আফগানিস্তান, ইরান ও মধ্য এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক জোরদার করে তুলতে ইরানের ছাবাহার সমুদ্রবন্দর গড়ে তুলতে ৫০ কোটি ডলার দিয়েছে ভারত। প্রাথমিকভাবে ছাবাহারে বন্দরের যে অংশটির কাজ হতোমধ্যে শেষ তার নাম দেওয়া হয়েছে, শাহিদ বেহেস্তি বন্দর। এখন বন্দরের দুটি বার্থ ব্যবহার করবে ভারত। বন্দরের এই নয়া অংশে রয়েছে পাঁচটি নয়া জেটি। বন্দরের উদ্বোধন করেন ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি। হাজির ছিলেন ভারত, আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়ার দেশগুলির প্রতিনিধিরাও। পারস্য উপসাগরের দক্ষিণ উপকূলে ইরানের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তের সিস্তান-বালুচিস্তান প্রদেশের ছাবাহারে সমুদ্রবন্দর গড়ে ওঠায় এবার পাক ভূখণ্ড ব্যবহার না করেই পশ্চিম উপকূল থেকে ভারত ব্যবসাবাণিজ্য চালাতে পারবে আফগানিস্তান, ইরান ও মধ্য এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে। গত অক্টোবরেই ভারত জাহাজে চাপিয়ে আফগানিস্তানে গম পাঠিয়েছিল ছাবাহার বন্দর দিয়ে। বন্দর নির্মাণের জন্য ভারত ও ইরানের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় গত বছরের মে মাসে।

বিডিআর বিদ্রোহে ১৩৯ জনের ফাঁসি বহাল হাইকোর্টে :

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক কাঠামো ভাঙতে এবং দেশের সামরিক নিরাপত্তা ধ্বংস করতেই সীমান্তরক্ষী বাহিনী, বিডিআর (বাংলাদেশ রাইফেলস)-এর জওয়ানেরা বিদ্রোহ ঘটিয়েছিল বলে ২৭ নভেম্বর জানিয়ে দেয় বাংলাদেশ হাইকোর্ট। স্বার্থান্বেষী মহলের ষড়যন্ত্রেই পিলখানা ব্যারাকে এই বিদ্রোহ ঘটানো হয়েছিল বলে বিচারপতিরা মন্তব্য করেন। এই মামলায় নিম্ন আদালতের ডেথ রেফারেন্স ও আপিল শুনানির রায়ে ১৩৯ জন আসামিকে এদিন ফাঁসির আদেশ দিল সেদেশের হাইকোর্ট। ১৮৫ জনের যাবজ্জীবন ও ২২৮ জনকে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডও দেওয়া হয়েছে। প্রমাণের অভাবে বেকসুর খালাস পেয়েছেন ২৮৮ জন। অভিযুক্ত ৮৪৬ জনের মধ্যে বাকি ছয় জনের ইতোমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনার পর পরই বিডিআর ভেঙে দিয়ে 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ' (বিজিবি) নামে নতুন বাহিনীতে নিয়মকানুনের বেশ কিছু সংস্কারও করা হয়, হাইকোর্টের বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণে সেসব পদক্ষেপের প্রশংসা করা হয়েছে। একই সঙ্গে বিদ্রোহ বিষয়ে গোয়েন্দা ব্যর্থতার দিকটি তুলে ধরে সমালোচনা করেছে হাইকোর্ট। বাহিনীতে অফিসার ও জওয়ানদের মধ্যে পেশাদারি সম্পর্ক ও অধঃস্তনদের প্রতি নজরে ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করার কথাও বলেছেন বিচারপতিরা। আসামির সংখ্যার নিরিখে বাংলাদেশের বৃহত্তম এই ফৌজদারি মামলার মূল রায়টি প্রায় ১০ হাজার পাতার। তার মধ্যে পর্যবেক্ষণ ও সাজার অংশের এক হাজার পাতার রায়টি বিচারপতিরা পড়া শুরু করেন ২৬ নভেম্বর। পরের দিন পড়া হয় সাজার অংশটি। কোনও সাজার রায় দু'দিন ধরে পড়াটা নজিরবিহীন ঘটনা, তেমনই একটি মামলায় এত লোকের একসঙ্গে প্রাণদণ্ডের ঘটনাও বাংলাদেশে এই প্রথম। এর আগে পিলখানার বাইরের বিডিআর বিদ্রোহের ৫৭-টি মামলায় বাহিনীর নিজস্ব আদালতে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার জওয়ানকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। পিলখানার মামলাটি বিচার করা হয় ঢাকার জজ আদালতে। ২০১৩ সালে এই মামলায় ১৫২ জনকে মৃত্যুদণ্ড, ১৬০ জনকে যাবজ্জীবন ও ২৫৬ জনকে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। বেকসুর খালাস ২২৮ জনের মধ্যে ৬৯ জনের বিষয়ে হাইকোর্টে আপিল করে রাষ্ট্রপক্ষ। তাদের ৩১ জনকে এদিন যাবজ্জীবন ও ৪ জনকে ৭ বছর কারাদণ্ড দেয় হাইকোর্ট।

ক্রমশ

মান্না দে-র শততম জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিশেষ রচনা

বাংলা আধুনিক গান ও সুরকার মান্না দে

বিভাংশু দত্ত

বাঙালি গায়কদের মধ্যে সম্ভবত মান্না দে সবচেয়ে বেশিদিন বেঁচেছিলেন। লোকসংগীতের প্রবাদপ্রতিম শিল্পী অমর পাল ছিয়ানব্বই বছর বয়সে আজও গানের জগতে আছেন। সামনের উনিশে তাঁর ছিয়ানব্বইতম জন্মদিন। জীবিত আর এক বিখ্যাত শিল্পী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ও নব্বই অতিক্রম করেছেন। বাউল সম্রাট পূর্ণ দাসও পঁচাশি বছর বয়সে আজও দিব্যি গেয়ে চলেছেন—'হৃদ মাঝারে রাখবো ছেড়ে দেব না।' আর যে সমস্ত বাঙালি সংগীত শিল্পী সুরলোকে চলে গেছেন, তাঁদের মধ্যে কিংবদন্তি মান্না দে-ই সবচেয়ে দীর্ঘজীবী। টপ্পার প্রবর্তক নিধুবাবু (রামনিধি গুপ্ত) আটানব্বই বছর এবং ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ নব্বই বছর বয়সে মারা গেলেও জীবনের প্রায় শেষ পর্যায় পর্যন্ত গায়ক হিসাবে সচল ছিলেন মান্না দে। বয়সের কারণে গলা তেমনভাবে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা না করলেও সুর থেকে তিনি কখনও বিচ্যুত হননি। সুরের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ আস্থা, অপরিসীম শ্রদ্ধা। তাঁর গানে নিয়ে আগে অনেক আলোচনা হয়েছে। বাংলা আধুনিক গানের সুরস্রষ্টা মান্না দে-কে নিয়ে নতুন করে জানার উদ্দেশ্যেই আজকের এই রচনা। প্রবাদপ্রতিম গায়কের শততম জন্মদিনে এই রচনাই শিল্পীর প্রতি আমার শ্রদ্ধার্ঘ। মান্না দে'র সুর করা বাংলা ছবির চেয়ে বাংলা বেসিক বা আধুনিক গানের সংখ্যা অনেক বেশি। তাঁর গাওয়া অনেক গান জনপ্রিয় হয়েছে, কালজয়ী হয়েছে, মূলত তাঁর অসাধারণ সুর সৃষ্টির জন্য। বাংলায় আটটি ছবিতে সংগীত পরিচালনা করেছেন মান্না দে। তাঁর মধ্যে 'রাসথাঙা' ছবিতে তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া 'হারজিতের এই খেলাতে জীবনটারে মেলাতে' আর নিজের গাওয়া 'শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন' ছবিতে 'এই কি এমন কথা তাকে বলা গেল না' গান দুটি ছাড়া বাংলা ছবিতে তাঁর সুর করা গান তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। বলা যেতে পারে ছায়াছবিতে সংগীত পরিচালক বা সুরকার হিসাবে প্রায় অসফল।

কিন্তু বাংলা আধুনিক গানে মান্না দে একজন সার্থক সুরস্রষ্টা। নিজের কত গানে যে তিনি সুর করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। জীবনের প্রথম বেসিক গান তিনি রেকর্ড করেন নিজের সুরে ১৯৫৩ তে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা দুটো গান 'কত দূরে আর নিয়ে যাবে বলে' আর 'হায় হায় গো রাত যায় গো'। তাঁর জীবনের প্রথম বাংলা গান আজ ৬৫ বছর পরেও একই রকম জনপ্রিয়। ১৯৫৩ বছরটা মান্না দে'র জীবনে একটা মাইলস্টোন। বাংলা আধুনিক গানে একই সঙ্গে গায়ক ও সুরকার মান্না দে'র সগর্ব আত্মপ্রকাশ। এর আগের বছর অবশ্য সুপ্রীতি ঘোষের আধুনিক গানে তিনি সুর দিয়েছেন। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, আমরা জানি, সুরকার-গায়ক মান্না দে গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে জুটি বেঁধে সৃষ্টি করেছেন অনেক গান। কিন্তু জীবনের প্রথম ওই দুটো গান ছাড়া মান্না দে-র সুর করা নিজের গাওয়া আর কোনো বাংলা আধুনিক গানে গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারকে পাওয়া যায়নি। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কথায়, মান্না দে-র গাওয়া আধুনিক গান থাকলেও সেগুলোর সুরকার কিন্তু মান্না দে নন, অন্য কোনো সুরকার। যাই হোক মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি। তারপর সুরকার মান্না দে-কে আর পিছনে ফিরে আসতে হয়নি। একে একে নিজের সুরে গাইতে লাগলেন একের পর এক হিট আধুনিক গান। কোনটা রেখে রেখে কোনটার বলি—'তুমি আর ডেকো না', 'তীর ভাঙা ঢেউ'। তারপর ১৯৫৮তে চারটে গান নিজের সুরে মান্না দে গেয়েছেন। সেগুলো শুনলে আজও আমাদের মনে সোনালি অতীত বারে বারে ফিরে আসে। গানগুলো হল—'চাঁদের আশায় নিভায়ে ছিলাম', 'এই কূলে আর ওই কূলে তুমি', 'আমি সাগরের বেলা' আর 'এ জীবনে যত ব্যথা পেয়েছি। তবে পরের বছরে চারটে গান জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছেছিল। কে বলবে 'ও আমার মন যমুনার' বা 'আমি নিরালায় বসে বেঁধেছি আমার স্মরণ বীণ' বা 'আমার না যদি থাকে সুর' অথবা 'জানি তোমার প্রেমের যোগ্য আমি তো নই', গানগুলো সেই ষাট বছর আগেকার গান! মনে হবে এই তো সেদিনকার গান বুঝি। এরপরে 'সেই তো আবার কাছে এলে', 'এই তো সেদিন তুমি আমারে বোঝালে', 'দরদি গো, কী চেয়েছি আর কী যে পেলাম' সৃষ্টি হল। ১৯৬৯-৭০-এ মান্না দে নিজের সুরে রেকর্ড করলেন, আরো দু জোড়া কালজয়ী গান 'ললিতা গো, ওকে চলে যেতে বল না', 'রঙ্গিনী কত মন মন দিতে চায়', 'সুন্দরী গো দোহাই দোহাই মান কোরো না' আর 'এ তো রাগ নয় গো এ যে অভিমান'।

তারপর ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় নিজের সুরে গাইলেন আরো কয়েকটা জনপ্রিয় গান যেমন— 'কথা দাও আবার আসবে', 'একি অপূর্ব প্রেম দিল বিধাতা আমার', 'তুমি অনেক যত্ন করে আমায় দুঃখ দিতে চেয়েছ', 'যখন কেউ আমাকে পাগল বলে', 'ও কেন এত সুন্দরী হল', 'জড়োয়ার ঝুমকো থেকে একটি মতি খসে পড়েছে'। তারপরে মাঝে মাঝে নিজের সুরে যে কটা গান তিনি গেয়েছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'নিলাম নিলাম', 'তবে তুই কি আমার পুতুল পুতুল', 'আমায় আকাশ বলল', 'শুধু একদিন ভালোবাসা'। এরপর নিজের গানের সুরকার হিসাবে মান্না দে-কে আর তেমন পাওয়া যায়নি।

অন্য শিল্পীর গাওয়া বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় গানেও মান্না দে সুরকার হিসাবে তাঁর সুর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। মান্না দে-র সুরে আশা ভোঁসলে যে চারটি গান গেয়েছেন তার সবগুলোই সংগীতরসপিপাসু মানুষের মনে আজও বেঁচে আছে। গান চারটি হল 'আমায় তুমি যে ভালোবেসেছো', 'যে গান তোমায় আমি শোনাতে চেয়েছি বারে বার', 'আমি খাতার পাতায় চেয়েছিলাম' আর 'যখন আকাশটা কালো হয়'। মান্না দে-র সুরে এই চারটি গান আশা ভোঁসলের গাওয়া সেরা বাংলা গানগুলোর মধ্যেই পড়ে। হৈমন্তী শুক্লা মান্না দে-র সুরে তেরোটা গান গেয়েছেন। যে গানটার জন্য আমরা হৈমন্তী শুক্লাকে চিনি সেই 'আমার বলার কিছু ছিল না' এই তেরোটা গানের অন্যতম। এছাড়া 'কেন নয়নে আবির ছড়ালে' গানটাও হৈমন্তীর অন্যতম জনপ্রিয় গান। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, সুপ্রীতি ঘোষ, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিতা কৃষ্ণমূর্তি, ও ভ্রাতুষ্পুত্র সুদেব দে-র কয়েকটি গানের সুরকার মান্না দে। মান্না দে'র সুরে সুমন কল্যাণ পুরের গাওয়া 'কাঁদে কেন মন আজ', 'শুধু স্বপ্ন নিয়ে খেলা' একসময় শ্রোতাদের মুখে মুখে ফিরত।

বাংলা নাটকে, হিন্দি আধুনিক, হিন্দি ছায়াছবিতেও মান্না দে সুরারোপ করেছেন। সে আলোচনা না হয় পরে করা হবে। আজ বাংলা আধুনিক গানে সুরকার মান্না দে-র ভূমিকা দিয়েই এই নিবন্ধ সীমায়িত করলাম।

সম্পাদক সমীপেষু

২১/১৯ 'রেড লেটার ডে' বা 'কালা দিবস'

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ও ১৯৬১ সালের ১৯ মে দিন দুটি—'রেড লেটার ডে' বা 'কালা দিবস' নামে খ্যাত। বাংলা ভাষার জন্য ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সালাম, বরকত, জব্বার, রফিক, সফিক বন্দুকের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন। ২১ ফ্রেব্রুয়ারির প্রেরণায় বাংলা ভাষাকে বাঁচাতে গিয়ে অর্থাৎ বাংলা ভাষায় প্রাণ ফিরে পেতে আসামের বরাক উপত্যকার শিলচর শহরে ১৯ মে ১১ জন শহীদ হন। তাঁরা হলেন, শচীন পাল, তরণী দেবনাথ, বীরেন্দ্র সূত্রধর, চণ্ডীচরণ সূত্রধর, হীতেশ বিশ্বাস, সুনীল সরকার, সুকমল পুরকায়স্থ, কুসুম দাস, কানাই নিয়োগী, গণেন্দ্রনাথ দেব প্রমুখ। ১৯ মে-র জন্য রামাপ্রসাদ

জি. ডি. একাডেমি

রাজ্যের মিশনগুলির মধ্যে জি. ডি একাডেমি একটি বিশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। জি. ডি. একাডেমির কর্ণধার শিল্পপতি ও শিক্ষাদরদি স্যার মোক্তাক হোসেন মহাশয়ের কাছে অনুরোধ, শুধু কলকাতাতে নয়, প্রত্যেক জেলায় একটা করে শুধু একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শাখা হোক এবং একটা করে কোচিং খোলা হোক।

এস. এস. হক
বর্ধমান, পূর্ববর্ধমান

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।.....সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

পাঠকের দরবারে

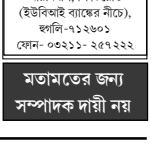

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়